বাংলার অধিনায়ক হয়তো সুদীপ

রনজি ট্রফিতে বাংলার অধিনায়ক হতে পারেন সুদীপ কুমার ঘরামি। সূত্রের খবর, ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরনের পরিবর্তে দলনায়ক হিসাবে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান সুদীপকে ভাবা হচ্ছে। বাংলার প্রথম ম্যাচ দিল্লির বিরুদ্ধে ইডেনে ১১ অক্টোবর থেকে। দল নির্বাচন সম্ভবত বুধবার।

বিপক্ষকে ৭ গোল আর্জেন্টিনার

আজকালের প্রতিবেদন

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলতে যাওয়ার পথে চূড়ান্ত অব্যবস্থার শিকার বুরকিনা ফাসো ফুটবল দল। শনিবার রাতে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলা ছিল তাদের। তিনবারের বিশ্বকাপজয়ী দলের বিরুদ্ধে খেলা তাঁদের কাছে নিঃসন্দেহে জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হতে পারত। কিন্তু বিমান বিভ্রাটের কারণে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঙ্গী হল আফ্রিকান দলটির। সঙ্গে জুড়ল ৭ গোলে হারের লজ্জাও।

জানা গিয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মরক্কো থেকে আসা একটি চার্টার্ড ফ্লাইট বাতিল হয়ে যাওয়ায় খেলা শুরুর মাত্র ৫ ঘণ্টা আগে আর্জেন্টিনায় পৌঁছয় বুরকিনা ফাসো। ম্যাচ আয়োজকদের বক্তব্য অনুযায়ী, আফ্রিকান দলটির বেশ কয়েকজন সিনিয়র ফুটবলার ক্লান্তির কারণ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা যেতে রাজি হয়নি। ফলে ১১ ঘণ্টার দীর্ঘ বিমানযাত্রার পরপরই একেবারে তরুণ ও অনভিজ্ঞ দল মাঠে নামাতে বাধ্য হয় বুরকিনা ফাসো।

মাঠে না থেকেও গ্যালারিতে আছেন লিও। আর্জেন্টিনা সমর্থকদের বাদ্যযন্ত্রে লেখা ‘মেসি’।

এর ফল যা হওয়ার, তাই হল। ঘরের মাঠে দুর্বল প্রতিপক্ষকে রীতিমতো ছিঁড়ে খেল লিওনেল স্কালোনির দল। প্রথমার্ধেই ৫–০ এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। ৪ মিনিটে প্রথম গোল লাওতারো মার্টিনেজের। দশ মিনিটের মধ্যেই আত্মঘাতী গোলে ২–০। এরপর বিরতির আগে একে একে স্কোরলিস্টে নাম তুললেন জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি, নিকো পাজ এবং জুলিয়ান আলভারেজ। বিরতির পর ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুওনো এবং দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে জুলিয়ানো সিমিওনে গোল করেন।

গোলের সেলিব্রেশনে মেজাজে ইয়ামাল।

ইয়ামালের গোল, জয়ী স্পেন

সাততারা ইংল্যান্ড

আজকালের প্রতিবেদন

নেশন্স লিগে শনিবার রাতে বিশাল ব্যবধানে জিতল ইংল্যান্ড। ক্রোয়েশিয়াকে ৭–০ ফলে হারাল থ্রি লায়ন্স। প্রথমার্ধেই এল চার গোল। তিনটি বিরতির পর। জোড়া গোল হ্যারি কেন এবং বুকায়ো সাকার। জুড বেলিংহ্যাম, অ্যান্থনি গর্ডন, মর্গ্যান রজার্সরা একটি করে গোল করেছেন। এদিন ক্রোটদের বিরুদ্ধেই কোচ টমাস টুখেলের অধীনে সেরা ফুটবল খেলল ইংল্যান্ড। ক্রোয়েশিয়ার রক্ষণের একের পর এক ভুলকে কাজে লাগিয়ে পরপর গোল করে যান কেন, বেলিংহ্যাম এবং গর্ডন। ৪৫ মিনিটে সাকার গোলে ৪–০ এগিয়ে সাজঘরে ফেরে ইংরেজ দল। দ্বিতীয়ার্ধেও তাদের ঝোড়ো আক্রমণ থামেনি। শুরুতে আবার গোল করেন কেন। কিছুক্ষণ পর নিজের দ্বিতীয় গোল করেন সাকাও। ৮৭ মিনিটে মর্গ্যানের গোলের পর ইংল্যান্ড দলের ঝড় থামে।

শনিবার খেলা ছিল সম্প্রতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া স্পেনের। চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করে দর্শনীয় ফুটবল খেলল লুই দে লা ফুয়েন্তের দল। ফল স্পেনের পক্ষে ৩–১। তাদের রাইট উইঙ্গার লামিন ইয়ামাল প্রতিদিনই নিজেকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন। এদিনও খেলার শুরুতে তাঁর দুর্দান্ত গোলেই এগিয়ে যায় স্পেন। ম্যাচের বয়স তখন মাত্র ৬ মিনিট। ৩৫ মিনিটে ব্যবধান ২–০ করলেন স্পেন অধিনায়ক রড্রি। বিরতির পর একটি গোল শোধ করে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল চেক প্রজাতন্ত্র। কিন্তু স্প্যানিশ ব্রিগেড সজাগ থাকায় বিপদ বাড়েনি। ৮৫ মিনিটে এক চেক ফুটবলার লাল কার্ড দেখেন।

বাংলার দাপট জারি

ব্যাটসম্যানদের পর দাপট দেখাচ্ছেন বোলাররাও। আসন্ন রনজি ট্রফির প্রস্তুতি হিসাবে অসমের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলছে বাংলা। গুয়াহাটিতে খেলার তৃতীয় দিনের শেষে চালকের আসনে বঙ্গ শিবির। প্রথমে ব্যাট করে ৫৭৪/৪ রানে ইনিংস ছেড়েছিলেন সুদীপ চ্যাটার্জিরা। জবাবে রবিবার অসমের স্কোর ৩৪৪/৮। ঋষভ দাস (১৩০), নিবিড় ডেকা (১০১) শতরান করেন। বাংলার বোলারদের মধ্যে বেশি উইকেট ঈশান পোড়েল (৩/১৮) এবং প্রদীপ্ত প্রামাণিকের (২/৬১)।

নোভাকের চমক

এবছর জোড়া গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী আলেকজান্ডার জেরেভকে চায়না ওপেনের কোয়ার্টারে হারালেন নোভাক জকোভিচ। ফল ৪–৬, ৬–৪, ৬–৪। চায়না ওপেনে এটা জোকারের টানা ৩২ জয়। তিনি টপকে গেলেন ফরাসি ওপেনে রাফায়েল নাদালের টানা ৩১ জয়ের বিশ্বরেকর্ড।

মণিকার চমক

পেয়েছিলেন ওয়াইল্ড কার্ড। তাতে কী! চায়না স্ম্যাশ টেবিল টেনিসে মহিলা সিঙ্গলসে বিশ্বের ২৭ নম্বর, ব্রাজিলের ব্রুনা তাকাহাশিকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হারালেন ভারতের তারকা প্লেয়ার মণিকা বাত্রা। ফল ৮–১১, ১১–৮, ১১–৯, ৫–১১, ১২–১০।

ইরানি কাপে ‘লক্ষ্মী’লাভ

ট্রফির সঙ্গে আকাশদীপ, সুদীপ ঘরামি, লক্ষ্মীরতন শুক্লা, রবিচন্দ্রন স্মরণ এবং মুকেশ কুমার।

আজকালের প্রতিবেদন

ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর ইরানি কাপ জয়ের নজির রয়েছে। এবার কোচ হিসেবেও সেই কৃতিত্ব অর্জন করলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

দুই বছর পর ঋষভ পন্থের নেতৃত্বে ইরানি কাপ জিতল অবশিষ্ট ভারতীয় দল। সেই দলের ‘চাণক্য’ হিসেবে ‘ডাবল’–এর নজির গড়লেন কোচ লক্ষ্মী। যদিও এমন সাফল্যে অধিনায়ক ঋষভের পাশাপাশি বাংলা দুই পেসার মুকেশ কুমার ও আকাশদীপের জন্যও উজাড় করে দিলেন প্রশংসার ডালি। লক্ষ্মীর কথায়, ‘দুর্দান্ত জয়। গতবার রনজি সেমিফাইনালে এই জম্মু ও কাশ্মীর দলটার কাছেই হারতে হয়েছিল। ফলে ওদের শক্তি–দুর্বলতার দিকগুলো জানতাম। সাজঘরের পরিকল্পনা বল হাতে সফল করে দেখাল আকাশ–মুকেশ জুটি। বাংলার দুই বোলার শেষ ইনিংসে ৯ উইকেট তুলে ম্যাচ ঘোরাল। দীর্ঘ চোটপর্ব সারিয়ে ফিরে এমন পারফরমেন্স সহজ ছিল না। ওরা করে দেখাল। অধিনায়ক হিসেবে ঋষভও দলকে দিশা দেখিয়েছে। খুব ঠান্ডা মাথার ছেলে। এই সাফল্য দলের সম্মিলিত অবদানের ফসল।’

আগের দিনের ৩০৬/৮ হাতে খেলা শুরু করে এদিন ৩১৯ রানে শেষ হয়ে যায় অবশিষ্ট ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। রবিচন্দ্রন স্মরণ করেন ১৩৫। জয়ের জন্য ২৭৯ রানের লক্ষ্যে নেমে শুরুটা ভালই করেছিল রনজি চ্যাম্পিয়ন জম্মু ও কাশ্মীর। কিন্তু দুই ওপেনার কামরান ইকবাল (৩২) ও শুভম খাজুরিয়া (৩৬) ফিরতেই জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাটিংয়ে ধস। সৌজন্যে মুকেশ ও আকাশ। ৬৫/২ থেকে ১১১ রানে অলআউট। যার মধ্যে শেষ ছয় উইকেট পড়েছে মাত্র ২২ রানে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: অবশিষ্ট ভারত: ২৩৭ ও ৩১৯। জম্মু ও কাশ্মীর: ২৭৮ ও ১১১ (শুভম খাজুরিয়া ৩৬, মুকেশ কুমার ৬/৩৩, আকাশদীপ ৩/২৫)।

■ **অবশিষ্ট ভারত ১৬৭ রানে জয়ী**

এশিয়ান গেমসের শেষ দিনে নীরু ধানদা।

এশিয়াডের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা নীরুর হাতে

আজকালের প্রতিবেদন

এ যেন ভাঙা হাটের মতোই। বিভিন্ন দেশের পদকজয়ী ক্রীড়াবিদরা ফিরে গিয়েছেন নিজেদের দেশে। জাপানের নাগোয়া শহরে যেন বিদায়বেলার বিষণ্ণতা। দু’সপ্তাহ ধরে এশিয়ান গেমস নিয়ে মেতেছিল এই ছোট্ট শহর। তারও আগে চলেছে প্রস্তুতি। এবার বিসর্জনের বাজনা।

উদ্বোধনের দিন যেমন জাপানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছিল, শেষদিনেও তার ব্যতিক্রম হল না। রবিবার সমাপ্তি অনুষ্ঠানের থিম ছিল ‘ওয়ান এশিয়া’। গেমসের নিয়ম অনুযায়ী পতাকা তুলে দিতে হয় পরবর্তী আয়োজক দেশের হাতে। চার বছর পর ২০৩০–এর এশিয়ান গেমস হবে কাতারের দোহায়। কাতারের হয়ে সেই ব্যাটন গ্রহণ করলেন তাদের দেশের হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ন মুতাজ এসা বার্শিম।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা ছিল শুটার নীরু ধানদার হাতে। এবারের এশিয়ান গেমসে ভারতের অন্যতম আবিষ্কার এই নীরু। পেয়েছেন দুটি সোনা, একটি রুপো। এবার ভারতের শুরুটা তেমন আশাব্যঞ্জক হয়নি। এমনকী পদক তালিকায় প্রথম দশেও ছিল না। কিন্তু শেষ কয়েকদিনে বেশ কয়েকটি সোনার পদক জেতার সুবাদে ভারত শেষ করল চার নম্বরে। ভারতের সংগ্রহে ২১ সোনা, ২৭ রুপো, ৩৭ ব্রোঞ্জ। মোট পদক ৮৫। ২০২৩–এর হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে এসেছিল ১০৬ পদক। তারপর এটাই ভারতের সেরা প্রদর্শন ৭৫ বছরের এশিয়াডের ইতিহাসে। হকি ও ক্রিকেটে পুরুষ–মহিলা দুই বিভাগেই যেমন সোনা এসেছে, তেমনই তীরন্দাজি, শুটিং, বক্সিংয়েও সাফল্য পেয়েছেন ভারতীয়রা।

দুই প্রাক্তনীর চোখে হাইভোল্টেজ ম্যাচ

মুখ পোড়েনি ব্রাজিলের কাছে

সুব্রত ভট্টাচার্য

ব্রাজিল এবং ভারত। দুটো দলের ফুটবলের মানের তফাত এতটাই যে, ৪–০ ব্যবধানটা আমাদের কাছে লড়াই করে হার। তাও ব্রাজিলের শেষ গোলটা ম্যাচের ইনজুরি সময়ে। মুখ পোড়ানোর মতো পারফরমেন্স মোটেই নয় আনোয়ার, অনিরুদ্ধ, মনবীরদের।

একটা আকর্ষণীয় পরিসংখ্যান দেখছিলাম, ব্রাজিল ১৬ বছর পর এই প্রথম কোনও দেশের বিরুদ্ধে খেলল, ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে যারা ১০০–র বাইরে রয়েছে। শেষ খেলেছিল ২০১০–এ তানজানিয়ার বিপক্ষে। ৫–১ জিতেছিল। ভারতেরও একটা পরিসংখ্যান নজরে পড়ল। শেষ ২৬ ম্যাচের মধ্যে ১৪টায় কোনও গোল করতে পারেনি। এরকম এক দেশের ফুটবলারদের পাঁচবারের বিশ্বজয়ী দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাওয়া আজীবনের জন্য এক অমূল্য অভিজ্ঞতা।

কিন্তু মুশকিল হল, এতে মাঠে সেই দলের খেলোয়াড়রা অতিরিক্ত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলে সমস্যা। অতিরিক্ত লড়তে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। খালিদ জামিলের ছেলেদের ম্যাচের পরের দিকে সেটাই হয়েছিল। প্রথম গোলটা হওয়ার আগে পর্যন্ত আমাদের ছেলেরা মোটামুটি ভাল খেলছিল। কাউন্টার অ্যাটাকের চেষ্টা ছিল। কিন্তু একবার গোল খেয়ে যেতেই ভারতের আক্রমণ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

ব্রাজিলের আক্রমণের সময় ভারতের সাইড ব্যাকদের সঙ্গে সঙ্গে উইং হাফ এমনকী, উইং ফরোয়ার্ডরাও যদি আরও বেশি করে নেমে আসত, তাহলে আমাদের হারের ব্যবধান হয়তো আরও কম হতো। রায়ান উইলিয়ামসকে নম্বর নাইন খেলানো নিরর্থক। বরং রায়ান বেশি ট্র্যাকব্যাক করলে ভিনিসিয়াসদের সামনে ভারতের মিডল থার্ডে আরও বেশি ডিফেন্স হতো। পেলের কসমসের সঙ্গে ম্যাচে ওদের অর্ধেও পেলেকে ট্যাকল করেছিলাম আমরা। আটাত্তরে শিল্ড ফাইনালে তখনকার রাশিয়ার ৬–৭ জন বিশ্বকাপার থাকা আরারাতের বিরুদ্ধে বিদেশ বসু প্রায় লেফট ব্যাক খেলেছিল। দুটো ম্যাচই মোহনবাগান ড্র রাখে।

ব্রাজিলকে দেখে ভাল লাগল না। অনেক তরুণ প্লেয়ারকে নিয়ে এসেছিলেন কোচ কার্লো আনসেলোত্তি। প্রথম দলে সেই তরুণদেরই আধিক্য। তবে বিরতিতে দু’গোলের লিডে আনসেলোত্তির হয়তো মন ভরেনি। দ্বিতীয়ার্ধে একসঙ্গে গ্যাব্রিয়েল, ব্রুনো গিমেরেস, মার্টিনেলি, এড্রিকের মতো তারকা বিশ্বকাপারদের একসঙ্গে পরিবর্ত নামান তিনি। তখনই স্যামুয়েল লিনো বাঁদিক থেকে উঠে ডান পায়ে কী অসাধারণ ভাবেই না গোলে রাখল বলটা! ওই সময়ই মনে হল, ব্রাজিলকে দেখছি। প্রথমার্ধে দুটো গোলই দুর্ভাগ্যজনক ভাবে খেয়েছে ভারত। বিশেষ করে পেড্রোর গোলটা তো গোলকিপার গুরপ্রীতের উপহার ব্রাজিলকে।

গুরপ্রীতকে তো বটেই, ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচের নিয়মের সুবিধা নিয়ে কোচ খালিদ পুরো এগারোজন খেলোয়াড়কেই পাল্টে দেন শেষ ৪৫ মিনিটে। ভালই করেছে। রহিম আলি, বিক্রম প্রতাপরা ভবিষ্যতে ওদের নাতি–নাতনিদের বলতে পারবে, ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলেছিল। যেমন আমি এখনও বলি, পেলের বিরুদ্ধে খেলেছি।

আমাদের কথা মনেই পড়েনি

গৌতম সরকার

মাঝে মাঝে মনে হয়, এই তো সেদিন, ইডেনে কসমস ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলছি। পেলের পা থেকে বল কেড়ে নিচ্ছি। তিনি কটমট করে তাকাচ্ছেন। রাতে তিনিই পরম স্নেহে কাছে টেনে নিচ্ছেন। আজও কানে বাজে, ‘ইউ নম্বর ফর্টিন, হু ডিড নট অ্যালাউ মি টু প্লে’। দিনটা ছিল ১৯৭৭–এর ২৪ সেপ্টেম্বর। সামনের বছর সেই ঘটনার পঞ্চাশ বছর পূর্তি। এমন একটা স্মরণীয় ঘটনা মনে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমজনতাও যেভাবে মনে রেখেছেন, সেটা ভাবলে অবাক হই। মনে হয়, এই জীবন সার্থক। যা পাওয়ার, হয়তো তার থেকে অনেক বেশিই পেয়েছি। এই পঁচাত্তর বছর বয়সে এমন অনেক সুখস্মৃতি এসে ভিড় করে।

কিন্তু যুবভারতীতে ব্রাজিল ম্যাচকে ঘিরে যা দেখলাম, তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ব্রাজিল খেলছে, অথচ গ্যালারি ফাঁকা! লিগের ম্যাচেও তো এর থেকে বেশি লোক হয়। পেলে যেবার খেলতে এসেছিলেন, ইডেনে যত লোক, মাঠের বাইরে তার দ্বিগুণ লোক। কিন্তু এবার সেই উন্মাদনার ছিটেফোঁটাও দেখলাম না। মুম্বই থেকে, তামিলনাড়ু থেকে বিভিন্ন গণমাধ্যমের লোকেরা ফোন করছেন। সেই ম্যাচের কথা জানতে চাইছেন। ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের কী বলব, জানতে চাইছেন। তাঁদের কী করে বলি, এই ম্যাচে আমাদের আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। আমরা যে পেলের বিরুদ্ধে খেলেছি, সেই ইতিহাসটা এই ম্যাচের আয়োজকরা আদৌ জানেন বলেও মনে হয় না। ভিআইপি বক্স আলো করে এত লোক বসে আছেন। কিন্তু প্রাক্তন ফুটবলাররা কই? মনে হচ্ছে, আমরা বোধ হয় দেশের হয়ে খেলিইনি। শুধু আমি নই, আমার অন্য সহযোদ্ধারাও একইরকম উপেক্ষার শিকার। যাঁরা প্রাক্তনদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন মনে করেন না, তাঁরা আয়োজন করলে যেমন হওয়ার, তেমনই হয়েছে।

পুজোর আগে টিকিটের লাগামছাড়া দাম। ভেবেছিল, ব্রাজিলের নামেই হু হু করে বিক্রি হয়ে যাবে। শেষদিনে শুনলাম, ঢালাও ফ্রি টিকিট বিলি হল। তাও গ্যালারি ফাঁকা। এজেন্সি বা ফেডারেশনের বাস্তববোধের অভাব কতটা, তা বোঝা গেল। এঁরা এগিয়ে নিয়ে যাবেন ভারতের ফুটবলকে?

পেলে যখন এসেছিলেন, কলকাতার রাস্তায় জনজোয়ার। চীন, কোরিয়া, জাপানে খেলে তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু এমন উন্মাদনা, এমন অভ্যর্থনা কোথাও পাননি। ভিনিরা দেখে গেল ফাঁকা গ্যালারি! ভারত হারল চার গোলে। সেটা বড় লজ্জা নয়। তার থেকে বড় লজ্জা উপহার দিলেন আয়োজকরা।

গ্রিনপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L20211WB1990PLC268743
রেজিস্টার্ড অফিস: ‘মাদগুল লাউঞ্জ’ ৬ নং ফ্লোর,
২৩ চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা– ৭০০০২৭
ফোন: (০৩৩) ৩০৫১–৫০০০, ই–মেল: investors@greenply.com,
ওয়েবসাইট: www.greenply.com

গ্রিনপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড–এর ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন–এর জন্য বিশেষ উইন্ডো

গত ৩০.০১.২০২৬ তারিখের সেবি (SEBI) সার্কুলার নং HO/38/13/11 (2)2026–MIRSD–POD/1/3750/2026 অনুসারে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের আগে কেনা/বেচা ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন (‘ডিম্যাট’)–এর জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছর মেয়াদের একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে।

০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের সময়সীমার আগে জমা দেওয়া ট্রান্সফার ডিডগুলির ক্ষেত্রেও এই সুবিধাটি উপলব্ধ, যা নথিপত্র/প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত বা অসম্পূর্ণ ছিল। সফল যাচাইকরণের পর, শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মেই হস্তান্তর করা হবে।

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মূল শেয়ার সার্টিফিকেট, ট্রান্সফার ডিড, কেওয়াইসি এবং অন্যান্য নির্ধারিত নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ মেসার্স এস. কে. ইনফোসল্যুশনস প্রাইভেট লিমিটেড (আরটিএ), ডি/৪২, কাটজু নগর কলোনি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সাউথ সিটি মল–এর নিকটে, পোঃঅঃ এবং থানা–যাদবপুর, কলকাতা– ৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ, ই–মেল: **skcdilip@gmail.com**–এর কাছে জমা দিয়ে এই সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
গ্রিনপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বাঃ/–
কৌশল কুমার আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড ভিপি–লিগ্যাল

তারিখ: ০৩ অক্টোবর, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৩ নং ফ্লোর, ১, শেক্সপিয়র সরণি;
কলকাতা–৭০০০৭১; টেলিফোন: (মোবাইল) +৯১ ৯৮৩০৫৩৮৪০৯

পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তৎসহ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদির প্রেক্ষিতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	ক) নোটিসের তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের (বাস্তবিক) তারিখ
১. মিঃ নুর মহম্মদ পিতা– নুর ইসলাম নিবাস: বোরা ভিটিসি বরা (পি), ছোট জাগুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪৩২৯৪ **২. মিসেস সাহানা পারভিন** পিতা– শেখ সিরাজ এবং স্বামী– নুর মহম্মদ **উভয়ের নিবাস:** ফ্ল্যাট নং জি/এ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ‘বেলা ভবন’, বিদ্যাসাগর রোড, জে এল নং ৮৩, সি এস দাগ নং ১৫৪৫, মৌজা– নোয়াপাড়া, ওয়ার্ড নং ১০, থানা– বারাসত, পিন–৭০০১২৪	ক) ₹২৮,৮৮,৭০৭.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং PHR043706898646–এর প্রেক্ষিতে ২৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী চুক্তি বাতিলের জন্য বকেয়া (এর মধ্যে ২৫.০৬.২০২৪ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে) খ) ২৫.০৬.২০২৪ গ) ০৩.১০.২০২৬ (বাস্তবিক দখল)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত এই জমিতে নির্মিত ‘বেলা ভবন’ নামক বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর–পূর্ব অংশে সামান্য কমবেশি ৯৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং ‘জি/এ’–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– নোয়াপাড়া, জে এল নং ৮৩, এলওপি নং ৩৫, সি এস দাগ নং ১৫৪৫ (অংশ), আর এস দাগ নং ১৬৫৮, খতিয়ান নং ১২৭৫, হোল্ডিং নং ১৭২৬, বিদ্যাসাগর রোড, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত।

তারিখ: ০৫.১০.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: বারাসত — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পাঞ্জাব নীশনল বৈংক punjab national bank

সার্কল অফিস স্ট্রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, দুর্গাপুর, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ/ ই–মেল: codgprec@pnb.bank.in

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে ০২.১০.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত নিলাম বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শাখা আসানসোল (০৩০৫১০)–এর ক্রমিক নং ৯–এ থাকা ঋণগ্রহীতা মেসার্স শিব শক্তি অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস–এর সাপেক্ষে, ২৭.১০.২০২৬ তারিখে নির্ধারিত নিলামে অনুগ্রহ করে সম্পত্তি ১–এর বিড বৃদ্ধির সঠিক পরিমাণ ₹১০,০০০.০০–এর পরিবর্তে ₹১,২০,০০০/– পড়ুন এবং এছাড়াও সম্পত্তি ২–এর বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ₹১০,০০০.০০–এর পরিবর্তে ₹২৫,০০০/– পড়ুন। বাকি বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে।
তারিখ: ০৫.১০.২০২৬, স্থান: দুর্গাপুর অনুমোদিত আধিকারিক

ফর্ম নং এনসিএলটি.৩এ
পিটিশনের বিশদ বিবরণী সম্বলিত বিজ্ঞাপন
[ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল রুলস, ২০১৬–এর ৩৫ নম্বর রুল দেখুন]

পানিহারিওয়ালা রিয়ালটর্স প্রাইভেট লিমিটেড, পিটুনিয়া মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী গণেশ ওয়্যাক্স ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড, গুপ্তা কম্পিউটার্স প্রাইভেট লিমিটেড, যমুনা ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড, বসুমাতা বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড এবং অঙ্কুর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেডের (সম্মিলিতভাবে ‘ট্রান্সফারর কোম্পানিজ’ হিসেবে উল্লেখিত) সাথে ইউআরসি লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেডের (এরপর থেকে ‘ট্রান্সফারি কোম্পানি’ হিসেবে উল্লেখিত) স্কিম অফ অ্যামালগামেশন অনুযায়ী

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা বেঞ্চের সমীপে
কোম্পানি পিটিশন নং
সি.পি. (সিএএ)/৮০ (কেবি) ২০২৬
সংযুক্ত
কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন নং
সি.এ. (সিএএ)/৫০ (কেবি) ২০২৬

আবেদনের বিজ্ঞপ্তি

ট্রান্সফারর কোম্পানিগুলির সাথে ট্রান্সফারি কোম্পানির স্কিম অফ অ্যামালগামেশন অনুমোদনের জন্য কোম্পানিজ (কম্প্রোমাইজ, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস, ২০১৬–এর সাথে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ থেকে ২৩২ ধারার অধীনে একটি আবেদন উপরোক্ত আবেদনকারী কোম্পানিগুলির দ্বারা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে পেশ করা হয়েছিল এবং উক্ত আবেদনটির চূড়ান্ত শুনানির জন্য মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি), কলকাতা বেঞ্চের সম্মুখে ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। উক্ত আবেদনটি সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক যে কোনও ব্যক্তিকে তাঁর নিজের বা তাঁর আইনজীবীর দ্বারা স্বাক্ষরিত নিজ নাম ও ঠিকানা সম্বলিত অভিপ্রায়ের বিজ্ঞপ্তি এনসিএলটি, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং IIIF/১৬, অ্যাকশন এরিয়া–III, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, ফার্স্ট ও ২ নং ফ্লোর, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা–৭০০১৩৫ এবং আবেদনকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধি মিঃ প্রতীক কোহলি এবং/অথবা মিসেস সৃষ্টি গর্গ, পার্টনার অফ প্রতীক কোহলি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, যার কার্যালয় শ্রী বালাজি টাওয়ার, ১৬/১এ, আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৬ নং ফ্লোর, স্যুট নং ৬কে, কলকাতা–৭০০০৬৯–এ এমনভাবে পাঠাতে হবে যাতে তা আবেদনের শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দুই দিন আগে আবেদনকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছে পৌঁছায়। যদি তিনি আবেদনটির বিরোধিতা করতে চান, তবে বিরোধিতার কারণ অথবা তাঁর হলফনামার একটি প্রতিলিপি উক্ত বিজ্ঞপ্তির সাথে জমা দিতে হবে। যে কোনও ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নির্ধারিত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা আবেদনের একটি প্রতিলিপি প্রদান করা হবে।

স্বা/–
সৃষ্টি গর্গ
প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি
(আবেদনকারী কোম্পানিগুলির অনুমোদিত প্রতিনিধি)
ঠিকানা: শ্রী বালাজি টাওয়ার, ১৬/১এ
আবদুল হামিদ স্ট্রিট, ৬ নং ফ্লোর, স্যুট নং ৬কে,
কলকাতা–৭০০০৬৯

তারিখ: ০৫.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

আজকাল
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
এক্সপার্ট অ্যাড এজেন্সি
২০/১, K.N.C. Road,
বারাসাত, উঃ ২৪ পঃ
(বারাসাত রেল স্টেশন ১ নং প্ল্যাটফর্মের পাশে, নিউ গীতাঞ্জলী হোটেলের নীচে বিবেক সংঘের বিপরীতে)
M- 9674701788/9231896208

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: কলকাতা–৭০০০৭১, লর্ড সিনহা রোড, ১২–বি (পূর্বে ১২ নম্বরের অংশ) প্রেমিসেসে অবস্থিত, কলকাতা শহরের দক্ষিণ বিভাগের ৩৯ নম্বর হোল্ডিং, ব্লক নম্বর III–এর উপর দণ্ডায়মান, ‘শ্যামকুঞ্জ’ নামক দক্ষিণমুখী বহুতল ভবনের অংশ হিসেবে ফার্স্ট ফ্লোরে ১৭ নম্বর ফ্ল্যাট, দুটি বেডরুম বিশিষ্ট যার আয়তন ১৪২০ বর্গফুট এবং যার সাথে উক্ত শোয়ার ঘরগুলির সংলগ্ন স্নানাগার, একটি গাড়ি রাখার জায়গা, গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি পরিচারকের ঘর এবং প্রবেশপথ, সিঁড়ি, ল্যান্ডিং, প্যাসেজ, লন ও এর সাথে যুক্ত অন্যান্য সমস্ত সাধারণ অধিকার, ব্যবহারিক স্বত্ব ও সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের অধিকার যুক্ত রয়েছে [এরপর থেকে ‘উক্ত সম্পত্তি’ বলে উল্লেখিত]।

মেসার্স অম্বিকা দেবী, ২৬ অক্টোবর, ১৯৭২ তারিখের একটি নিবন্ধিত দলিল, যা কলকাতার রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্সেস–এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত এবং ১৯৭২ সালের I নম্বর বইয়ের ১৮৪ নম্বর খণ্ডে ৩৮ থেকে ৫৩ পৃষ্ঠায় ৫৫৯২ নম্বর দলিল হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার বলে উক্ত সম্পত্তি চিরস্থায়ী ইজারার মাধ্যমে ডঃ সুধীর চরণ ভট্টাচার্যকে প্রদান করেছিলেন।

প্রয়াত ডঃ সুধীর চরণ ভট্টাচার্য তাঁর তিন কন্যা– যথা ডঃ (মিসেস) নন্দিতা মৈত্র, মিসেস ইন্দিরা চক্রবর্তী এবং মিসেস বৈজয়ন্তী চক্রবর্তীকে তাঁর জীবিত আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে গেছেন। পরবর্তীতে, উপরোক্ত তিন কন্যা পারিবারিক নিষ্পত্তির মাধ্যমে একটি বাঁটোয়ারা দলিলে আবদ্ধ হন, যার বলে ডঃ (মিসেস) নন্দিতা মৈত্র উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

এতদ্বারা মেসার্স অম্বিকা দেবী, তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি, উত্তরসূরি, স্বত্বনিয়োগী এবং তাঁর মাধ্যমে বা তাঁর অধীনে দাবিদার অন্যান্য সকল ব্যক্তি এবং সর্বসাধারণকে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ইজারাদারের আইনি উত্তরাধিকারীরা, অর্থাৎ প্রয়াত ডঃ (মিসেস) নন্দিতা মৈত্রের আইনি উত্তরাধিকারীরা, উক্ত সম্পত্তির চিরস্থায়ী ইজারা অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ, কেবলমাত্র ₹১ কোটি ৯০ লক্ষ মূল্যে হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক, যার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

i. মিসেস সুনন্দা ভট্টাচার্য, শ্রী সন্দীপ কুমার ভট্টাচার্যের স্ত্রী এবং প্রয়াত ডঃ (মিসেস) নন্দিতা মৈত্রের কন্যা,

ii. মিসেস সুদেষ্ণা মৈত্র, শ্রী আব্রাহাম থমাসের স্ত্রী এবং প্রয়াত ডঃ (মিসেস) নন্দিতা মৈত্রের কন্যা,

যাঁরা, প্রযোজ্য উত্তরাধিকার আইন বলে, বর্তমান ইজারাদার হয়েছেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাপেক্ষে অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ দাবি করছেন।

তদনুসারে, পূর্বোক্ত ইজারা দলিলের শর্তাবলী অনুযায়ী, এতদ্বারা মহাশয়া অম্বিকা দেবী, তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি, উত্তরসূরি, স্বত্বনিয়োগী এবং তাঁর মাধ্যমে বা তাঁর অধীনে দাবিদার অন্যান্য সকল ব্যক্তিকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করে কেবলমাত্র ₹১ কোটি ৯০ লক্ষ মূল্যে উক্ত সম্পত্তি দাবি করার ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের সম্মতি প্রকাশ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে।

যদি অন্য কোনো ব্যক্তির (ব্যক্তিবর্গের) উক্ত সম্পত্তি বা তার কোনো অংশের উপর কোনোভাবে কোনো অংশীদারিত্ব, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, প্রজাস্বত্ব, বন্ধক, চুক্তি, দায়, লিয়েন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো দাবি থাকে, অথবা উপরোক্ত ইজারা অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থের প্রস্তাবিত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে সমর্থনযোগ্য প্রামাণ্য নথি সহ লিখিতভাবে জানানোর জন্য এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে; অন্যথায় এটি ধরে নেওয়া হবে যে এই ধরনের কোনো দাবি বা আপত্তি নেই এবং এরপর প্রাপ্ত কোনো দাবি বা আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না এবং প্রস্তাবিত লেনদেনটি এরপর থেকে আইন অনুযায়ী অগ্রসর হবে।

স্বা/–
মিসেস সুনন্দা ভট্টাচার্য
মিঃ সন্দীপ কুমার ভট্টাচার্যের স্ত্রী
অভিষিক্তা–২, ফ্ল্যাট নম্বর ২ডি ৩০৩,
৩ নং ফ্লোর,
৩৬৯/৩, পূর্বাচল কালীতলা রোড,
থানা– গরফা, কলকাতা– ৭০০০৭৮